নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট **হাইকোর্ট বিভাগ** **(ফৌজদারী রিভিশন অধিক্ষেত্র)** **উপস্থিতঃ** **বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল** **ফৌজদারী রিভিশন নং- ৫৬১/২০০৬** **এবং** **ফৌজদারী রিভিশন নং- ৬৫৫/২০০৬** আবুল কালাম ------আসামী-দরখাস্তকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ------প্রতিবাদীপক্ষ (ফৌজদারী রিভিশন নং- ৫৬১/২০০৬) ভুট্টো ------আসামী-দরখাস্তকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ------প্রতিবাদীপক্ষ (ফৌজদারী রিভিশন নং-৬৫৫/২০০৬) এ্যাডভোকেট রেহান হোসেন ------আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে (ফৌজদারী রিভিশন নং- ৫৬১/২০০৬) এ্যাডভোকেট সুব্রত সাহা সংগে এ্যাডভোকেট কামাল হোসেন ------আসামী-আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষে। (ফৌজদারী রিভিশন নং ৬৫৫/২০০৬) এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল ------রাষ্টপক্ষে। **শুনানী তারিখঃ ১২.০১.২০২৩, ০২.০২.২০২৩, ১৬.০২.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২২.০২.২০২৩।**

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, টাংগাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৯৮/২০০১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৮.১০.২০০৩ তারিখের রায় ও আদেশ এবং বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত, টাংগাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৮৯/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০৬.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশনদ্বয়। যেহেতু ফৌজদারী রিভিশন নং-৫৬১/২০০৬ এবং ৬৫৫/২০০৬ একই রায় ও দন্ডাদেশ থেকে উদ্ভুত সেহেতু অত্র রিভিশনদ্বয় অত্র একক রায়ে নিস্পত্তি করা হল। **অত্র মোকদ্দমাটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-** বাদী মোঃ আনোয়ারুল হক বিজ্ঞ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, বন আদালত, টাংগাইল-এ ১৯৯০ সনের সংশোধিত বন আইনের ২৬(১এ)(বি) ধারার অভিযোগে মামলা নং- ১১৭৩ (বন)/১৯৯৪ দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০০১ তারিখে আসামী- আবুল কালাম ও ভুট্টুকে ১৯৯০ সনের সংশোধিত বন আইনের ২৬(১এ)(বি) ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে প্রত্যেককে উক্ত ধারায় ০৩ (তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং বনের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে প্রদানের জন্য আসামীদের নির্দেশ প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী- আবুল কালাম ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৯৮/২০০১ দাখিল করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, টাংগাইল শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৮.১০.২০০৩ তারিখে আপীলটি নামঞ্জুর করেন। উক্ত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অপর আসামী- ভুট্টো ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৮৯/২০০৬ দাখিল করলে বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত, টাংগাইল শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৪.০৬.২০০৬ তারিখে আপীলটি নামঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশ-দ্বয়ের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজাদারী রিভিশনদ্বয়। ফৌজদারী রিভিশন নং-৫৬১/২০০৬ এর আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ রেহান হোসেন এবং ফৌজদারী রিভিশন নং-৬৫৫/২০০৬ এর আসামী দরখাস্তকারী পক্ষে এ্যাডভোকেট সুব্রত সাহা সংগে এ্যাডভোকেট কালাম হোসেন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তদ্বয় এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, বন আদালত, টাংগাইল**

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কর্তৃক মামলা নং- ১১৭৩ (বন)/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০০১ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখ হলঃ *"সরকার পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ মামলার বাদী মোঃ আনোয়ারুল হক ফরেস্টার এই মর্মে অদালতে অভিযোগ করেন যে, ০৯.০৪.৯৩ ইং তারিখে বিকাল অনুমান ৫.০০ টায় সাক্ষীগন সহ অরন খোলা মৌজার ৪৯৭ নং দাগে টহল দিতে ছিলেন। টহল দেয়ার সময় সদ্য কর্তিত বিভিন্ন জাতের ৭টি মোথা পান এবং সেগুলি জব্দ করেন। মোথার পাশে পায়ের ছাপ দেখে পায়ের দাগে অনুসরন করে সেগুন বাগানের উত্তর পাশে দেখেন যে, ৪/৫ জন লোক কাঁধে করে সেগুনগাছ আনারস বাগানে লুকাচ্ছে আর এগিয়ে গিয়া ৫০ গজ দূরে থেকে ১-২ নং আসামীকে কাঁধ হতে গাছ নামাতে দেখেন। অন্য দুইজন আসামীকে গাছ ফেলিয়া উত্তর দিকে দৌড়াতে দেখেন। ১-২নং আসামী দৌড়ে পালিয়ে যায়। তিনি ঘটনাস্থলে ১-২নং আসামীকে চিনতে সক্ষম হন। পরে ঘটনাস্থলে ফিরে ১০(দশ/ খন্ড সেগুন কাঠ জব্দ করেন। ইহাতে বনের ১৩,৮৪৬/- টকা ক্ষতি হয়।* ***<u>বিচার্য বিষয় সমুহঃ</u>*** *১। ০৯.৪.৯৩ ইং তারিখ বিকাল ৫.০০ টায় আসামী আবুল কালাম ভুট্টো অন্য আসামীদের সহায়তায় অরন খোলা মৌজার ৪৯৭ দাগের সংরক্ষিত বন ভূমির সেগুন গাছপাগার করছিল কিনা?* *২। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকার পক্ষ সাক্ষ্য প্রমানে সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা?* *<u>সরকার পক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচনাঃ</u>- সাক্ষী মোঃ আনোয়ারুল হক (P.W-১) বলেন যে, ০৯.৪.৯৩ইং তারিখ অরন খোলা মৌজার ৪৯৭ দাগের সেগুন বাগান টহল দেয়ার সময় অদ্য কর্তিত ৭টি সেগুন মোথা জব্দ করেন। মোথার কাছে পারে দাগ দেখে পায়ের দাগে অনুসরন করে ৫০ গজ দূরে থেকে আসামীদের আনারস বাগানে সেগুন গাছ লুকাতে দেখেন। উপস্থিত দু'জন আসামীকে দেখে ধরার চেষ্টা করেন। আসামীরা পালিয়ে যায়। তিনি পরে ১০টি সেগুন লগ জব্দ করেন। তিনি জেরায় বলেন যে, বিকাল ৫.০০ টায় মোথা জব্দ করেন। আনারস বাগানটি ব্যক্তি মালিকানাধ-ন। তিনি আসামীদের পূর্ব থেকে চিনতেন। আসামী কালামের বাড়ির পাশে কাদের বাড়ি তা বলতে*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পারবেন না। তিনি বলেন যে, আসামী কালামের বাড়ি ঘটনাস্থলের নিকটেই । *সাক্ষী নূরুজ্জামান (P.W-২) বলেন যে, ০৯.৪.৯৩ ইং তারিখে বিকাল ৫.০০ টায় সাক্ষীগনসহ অরন খোলা মৌজার ৪৯৭ দাগে টহল দেয়ার সময় ৭টি সেগুন মোথা দেখতে পান। গাছের খোঁজ করতে থাকলে এক পর্যায়ে পায়ের ছাপ দেখে অগ্রসর হয়ে ৪/৫ জন লোককে আনারস বাগান সেগুন লগ লুকাতে দেখেন। তিনি আসামী আবুল কালাম ও ভুট্টোকে চিনতে পারেন । আসামীরা পালিয়ে যায়। বিট অফিসার আনারস বাগান থেকে ১০টি সেগুন লগ ও ৭টি মোথা জব্দ করেন। তিনি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেন।* *সাক্ষী আজমত আলী খান (P.W-৩) বলেন যে,০৯.৪.৯৩ ইং তারিখ বিকাল ৫.০০ টায় সাক্ষীগনসহ অরন খোলা মৌজার ১৯৭৬ সালের সেগুন বাগানে টহল দেয়ার সময় অদ্য কর্তিত ৭টি সেগুন মোথা দেখেন। গাছ খোঁজ করার জন্য পায়ের ছাপ দেখে অগ্রসর হয়ে ৪/৫ জন লোককে আনারস বাগানে সেগুন লগ লুকানোর চেষ্টারত দেখেন। তিনি আসামী আবুল কালাম ও ভুট্টোকে চিনতে পারেন। আসামীরা পালিয়ে যায়। আনারস বাগানে ১০টি সেগুন লগ পান। বিট অফিসার সেগুন লগ ও মোথা জব্দ করে জব্দ তালিকা তৈরী করেন। তিনি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেন। তিনি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। সাক্ষী ওয়ারেছ রহমত উল্লা (P.W-৪) বলেন যে,০৯.৪.৯৩ তারিখে সাক্ষীগনস অরন খোলা মৌজার ১৯৭৬ সালের সেগুন বাগানে টহল দেয়ার সময় বিকাল ৫.০০ টায় ৭টি অদ্য কর্তিত সেগুন মোথা পান। গাছ খোঁজ করার সময় পায়ের দাগ দেখে তা অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে দেখেন যে, অসামী আবুল কালাম ও ভুট্টো কাঁধে করে গাছ আনারস বাগানে নিচ্ছে। অপর দু'জন লোক তাদের (সাক্ষীদের) দেখে কাঁধের গাছ ফেলে দেয়। গাছ ফেলার শব্দে আসমীরা সকলেই পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে ফিরে ১০(দশ) টুকরা সেগুন লগ পান। বিট অফিসার লগ ও মোথা জব্দ করেন। মোথা ও লগের মিল আছে। তিনি জব্দ তাকিায় স্বাক্ষর করেন। তিনি জব্দ তালিকায় তাঁর স্বাক্ষর সনাক্ত করেন।* ***<u>সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারন ও সিদ্ধান্তঃ</u>*** *প্রসিকিউশন রিপোর্ট পর্যালোচনা ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্লেষন করা হলো। ঘটনার তারিখ, সময় ও ঘটনাস্থল সম্পর্কে সাক্ষীরা এক ও অভিন্ন তথ্য দিয়েছেন।*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সরকার পক্ষ আদালত ৪ জন সাক্ষী হাজির করে। ৩ জনই প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। মামলার বাদী মোট দু''বার সাক্ষ্য দেয়। প্রথম বার ১৫/৫/৯৫ তারিখে এবং দ্বিতীয়বার ২১-৬-২০০০ তারিখে১৫-৫-৯৫ তারিখে আসামীপক্ষ বাদীকে জেরা করেন। ২১.৬.২০০০ তারিখে আসামীগন পলাতক ছিল। ২১.৬.২০০০ তারিখে বাদী কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিবেচনার নেয়া হচ্ছে না। আসামীপক্ষ মামলার বাদীকে জেরা করে তার (বাদী) বক্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেন নি। মামলার বাদী প্রসিকিউশন রিপোর্ট সমর্থন করে সাক্ষ্য দিয়েছেন। অপর তিনজন সাক্ষী বাদীকে সমর্থন করে স্যক্ষ্য দিয়েছেন। সাক্ষীদের বক্তব্য কোন গরমিল কিংবা বৈপরীত্য কিছু পরিলক্ষিত হয়নি। সাক্ষী গন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সাক্ষ্য দিয়েছেন। *সাক্ষীদের বক্তব্য বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, ০৯.৪.৯৩ ইং তারিখে বিকাল ৫.০০ টায় অরন খোলা মৌজার ৪৯৭ দাগের সেগুন বাগান টহল দেয়ার সময় সাক্ষী গন অদ্য কর্তিত ৭টি সেগুন মোথা দেখেন। মোথার পাশের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে আসামী আবুল কালাম ও ভুট্টোকে অন্যান্য আসামীদেরসহ আনারস বাগানে গাছ লুকাতে দেখেন। মামলার আলামত হিসাবে বিট অফিসার ০৭টি মোথা ও ১০টি লগ জব্দ করেন। তিনি জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। বিট অফিসার প্রসিকিউশন রিপোর্ট, স্কেচ ম্যাপ ও জব্দ তালিকা এবং স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। অপর সাক্ষীগন ও জব্দ তালিকায় তাদের স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। আসামী আবুল কালাম ও ভোট্টো অপর আসামীদের সহায়তায় ০৯.৪.০৯৩ ইং তারিখে বিকাল ৫.০০টায় অরন খোলা মৌজার ৪৯৭ দাগের সংরক্ষিত সেগুন বাগান থেকে সেগুন গাছে পাচারে লিপ্ত ছিল- এটি সাক্ষ্য প্রমানে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত ১৯৯০ সনের সংশোধিত বন আইনের ২৬(১এ)(বি) ধারার অভিযোগ সরকারপক্ষ সাক্ষ্য প্রমানে সন্দেহতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন। আসামীগন উক্ত অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করি।* *অতএব, আদেশ হয় যে,* *আদেশঃ- আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত ১৯৯০ সনের সংশোধিত বন আইনের ২৬(১এ)(বি) ধারার অভিযোগ সরকার পক্ষ সাক্ষ্য*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রমাণে সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হওয়ায় আসামী আবুল কালাম ও ভুট্টোকে উক্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৫(২) ধারা অনুযায়ী আসামী আবুল কালাম ও ভুট্টো প্রত্যেককে তিন বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬(ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলো এবং বনের ক্ষতি পূরণ বাবদ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে প্রমানের জন্য আসামীদের নির্দেশ দেয়া গেল। আসামীদের বিরুদ্ধে সাজা পরওয়ানা ও গ্রেফতারী পরওয়ানা ইস্যূ করা হোক। আসামীগন যে দিন পুলিশ কর্তৃক ধৃত হবে কিংবা আদালতে আত্মসমর্পণ করবে সেদিন থেকে সাজা কার্যকর হবে। আলাদাকাগজে লিখিত রায় মূল নথির সংগে সংযুক্ত করা হোক। *রায় আমার নিজ হাতে লিখিত ও সংশোধিত।* *স্বাক্ষর অস্পষ্ট* *১৫.৩.০১* *(মোঃ সাহেদ আলী)* *১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট,* *বন আদালত,টাংগাইল।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, দ্বিতীয় আদালত, টাংগাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ৯৮/২০০১-এ বিগত ইংরেজি ১৮.১০.২০০৩ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখ হলঃ** *"অত্র আপীল মামলাটি বিজ্ঞ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, মোঃ সাহেদ আলী কর্তৃক বন আইনের বিধান মোতাবেক আপীল্যান্টকে সাজা প্রদান করায় উদ্ভত হয়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অদালতে মামলা নং- ১১৭৩(বন) ৯৪ এর বন আইনের ২৬(১এ)এবং (বি) ধারার বিধান মোতাবেক বিগত ইং ১৫/৩/২০০১ তারিখে আপীল্যান্ট আবুল কালামকে বিচার অন্তে ৩ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/-টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং বনের ক্ষতিপূরন বাবদ ৩০০০/- টাকা ক্ষতিপুরনের নির্দেশ দিলে উক্ত রায় ও আদেশের অসম্মতিতে আপীল্যান্ট আসামী অত্র আপীল দায়ের করেন।* *বাদী বন বিভাগ তথা সরকার পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন হইল যে, বিগত ইং ৯/৪/৯৩ তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ৫.০০ টার*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সময় বাদী তাহার বন প্রহরীদের লইয়া দোখলা সদর বিটে অরন খোলা মৌজার ৪৯৭ নং দাগে টহল প্রদান কালে ৭টি সেগুন গাছের সদ্য কাটা মোথা দেখিতে পান। গাছগুলোকে কাটিয়াছে উহা অনুসন্ধানের জন্য গাছের মোথার পার্শ্বে ৩/৪ জন লোকের পায়ের ছাপ দেখিতে পান। পায়ের ছাপ অনুস্মরন করিয়া কিছু দুর আগাইয়া যাইতেই দেখেন ৪/৫ জনলোক সেগুন গাছ কাধে লইয়া আনারস বাগানে যাইতেছে। বাদী ও তাহার প্রহরীগন তাহাদের ধরার চেষ্টা করিলে আসামীগন কাঠ ফেলাইয়া দিয়া দোড়াইয়া পালাইয়া যায়। বাদী ও তাহার প্রহরীগন আসামীদেরকে চিনিতে পারেন। ঘটনার বিশদ বিবরনে বাদী বিজ্ঞ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এক লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন। *বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উহা আমলে লইয়া আসামীদের বিরুদ্ধে বন আইনের ১৯৯৯০ সালের সংশোধিত বন আইনের ২৬(১এ)(বি) ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া গঠিত অভিযোগ আসামীদের পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলে আসামীরা নিজেদের নির্দোষ দাবীতে বিচার প্রার্থনা করেন। অভিযোগ গঠন শেষে ৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষে আসামীদের ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ৩৪২ ধারার বিধান মোতাবেক পরীক্ষা অন্তে এবং যুক্তিতর্ক শুনানীর শেষে তর্কিত রায়টি প্রচার করেন।* *বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আসামীদের বিরুদ্ধে দুইটি বিচার্য বিষয় প্রনয়ন করেন যথা ১) বিগত ইং ৯/৪/৯৩ ইং বিকাল ৫.০০ টায় আসামী আবুল কালাম ও ভুট্রো অন্যান্য আসামীদের সহায়তায় অরন খোলা মৌজার ৪৯৭ দাগে সংরক্ষিত বন ভূমির সেগুন গাছ কাটিয়া পাঁচার করিতে ছিল কিনা?* *২) আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকার পক্ষ সাক্ষ্য প্রমানে সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছে কি না?* *বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সকল সাক্ষ্য প্রমান বিচার বিশ্লেষনে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাদীপক্ষ সাক্ষ্য প্রমানে আসামীদের বিরুদ্ধে বন হইতে কথিত মতে সেগুন গাছ কাটিয়া পাচার করার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছেন জন্য আসামীদের বন আইনের বর্ণিত ধারায় উল্লেখিত দন্ডাদেশ প্রদান করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাদীর অভিযোগ মতে ইং ৯/৪/৯৩ তারিখ বিকাল ৫.০০ টায় অরন খোলা মৌজার ৪৯৭ দাগের*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাগান হইতে ৭টি সেগুন গাছ কর্তন করিয়াছেন তাহা সাক্ষ্য প্রমানে সন্দেহাতীতভাবে প্রমান হয়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্ধান্ত দেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধ বাদী পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছে জন্য আসামীগণকে দোষী সাব্যস্থ ক্রমে শাস্তি প্রদান করা যায়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দেন যে, আসামী আবুল কালাম ও ভুট্রোকে বন আইনের ১৯৯০ সালের সংশোধিত বন আইন ২৬ (১এ) (বি) ধারার অপরাধে প্রত্যেককে ৩ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসেনর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং তদুপরি বনের ক্ষতিপূরন বাবদ ৩,০০০/- টাকা ক্ষতিপুরন প্রদানের আদেশ দেন। নির্ধারনের বিষয়ঃ ১। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমান সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষনে এবং আইন সংগত ভাবে আপীল্যান্টের বিরুদ্ধে রায় এবং বর্নিত দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াদেন কিনা? আলোচনা ও সিদ্ধান্ত আপীলের মেমোতে সাজা প্রাপ্ত আসামী আবুল কালাম হেতু বাদে বলেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আইন সংগত ভাবে রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করেন নাই। কাজেই উহা রদ রহিত হইবে। আপীল্যান্ট আরও দাবী করেন যে, আসামীদের কোন স্বীকারোক্তি নাই এবং আপীল্যান্টের বাড়ি হইতে বা হেফাজত হইতে গাছগুলি উদ্ধার হয় নাই। কাজেই মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে সাদা প্রদান করা হইয়াছে। অত্র মামলায় কোন নিরপেক্ষ সাক্ষীনাই এবং জব্দ কৃত মালামাল আদালতে ডপস্থাপন করা হয় নাই বিধায় আসামী খালাস পাইবার যোগ্য। আমি বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রচারিত রায় আপীলের মেমো এবং সাক্ষ্য প্রমান বিচার বিশ্লেষণ করিলাম। আসামী আপীল্যান্ট সহ ভুট্রো মিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, বিগত ইং ৯/৪/৯৩ তারিখ বিকাল ০৫.০০ টায় আসামী আপীল্যান্ট আবুল কালাম ও ভুট্রো অন্যান্য আসামীদের সহায়তায় সংরক্ষিত বন এলাকায় অরন খোলা মৌজার ৪৯৭ দাগের ৭টি সেগুন গাছ কাটিয়া পাচার করেন। বাদী পক্ষের কেস হইতেছে যে, তাহারা এই দিন ঐ সময় বনে ডিউটি করা কালীন ৭টি কর্তিত সেগুন গাছের মোথা দেখিতে পাইয়া ঘটনাস্থল হইতে পায়ের চিহ্ন অনুসরনে ৫০ গত দূরে দেখিতে পান যে, ১/২ নং

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী কাধে করিয়া কর্তিত সেগুন গাছ লইয়া যাইতেছে তাহাদের দেখিয়া আসামীগন কর্তিত গাছ ফেলিয়া দৌড় দিলে আসামীদের চিনিতে পারেন। ঐখানেই জব্দ তালিকা করিয়া পরে লিখিত ভাবে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। বাদী পক্ষ হইতে ৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করিলে আসামীপক্ষ সাক্ষীদের জেরা করেন। বাদী পি. ডব্লিউ-১ তাহার লিখিত অভিযোগ নামায় বর্ণনায় আদালতে সাক্ষ্য দেন এবং ঘটনার হুবহু বর্ণনায় তাহার অভিযোগনামা প্রমান করেন। পি.ডব্লিউ-১ বলেন যে, ঘটনার দিনে ও সময়ে ঘটনাস্থলে ৭টি সদ্য কর্তিত গাছের মোথা দেখিতে পান এবং পায়ের দাগ অনুসরন করিয়া ৫০ গজ দূরে আসামীদের গাছ লইয়া যাইতেছে দেখিতে পান। আসামীরা পালাইতে সক্ষম হয়। কর্তিত সেগুন গাছগুলি জব্দ করেন এবং পরে বিজ্ঞ আদালতের মামলা করেন। অভিযোগ নামা (প্রদর্শন-নং -১) জব্দ নামা প্রদর্শন নং-২) এবং স্কেচম্যাপ (প্রদর্শন নং-৩) ও তাহার স্বাক্ষর সমুহ প্রমান করেন। জেরাতে এই সাক্ষী স্বীকার করেন যে, তিনি নিজেই বাদী এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা জেরায়এই সাক্ষী সরাসরি উত্তর দেন যে, গাছের মোথা হইতে পায়ের দাগে অনুসরন করিয়া কিছু দুর গেলে আসামীগনকে সম্মুখে দেখিতে পান। তাহাদের দেখিয়া আসামীরা দৌড় দেয়। আসামীদের আটক করিতে পারেন নাই। তাহাদের পূর্ব হইতেই চিনিতেন। এই সাক্ষী জবানবন্দি জেরায় মধ্যে কোন বিপরীত বক্তব্য নাই। তবে সাক্ষী নিজেই বাদী এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা জন্য তাহার সাক্ষ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় পি,ডব্লিউ-২,পি,ডব্লিউ-৩ ও পি,ডব্লিউ-৪ ঘটনা সম্পর্কে জোরালো সমর্থন মূলক সাক্ষ্য দেন। কাজেই পি,ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য অবিশ্বাস করার কোন কারন নাই। এমতাবস্থায় সাক্ষীগন বন কর্মকর্তা ও বন কর্মচারী কেবল মাত্র এই কারনে সাক্ষীদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করার কোন কারন নাই। *কেননা বনের ভিতরে কোন স্থানীয় লোকজন চলাফেরা করে না বা কথিত মতে ঘটনাস্থলের আশে পাশে কোন নিরপেক্ষ সাক্ষী নাই। কাজেই বন কর্মকর্তা ও কর্মচারী গন যাহা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা কতদূর বিশ্বাস যোগ্য ও নিরপেক্ষ কেবল মাত্র বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বিচার বিশ্লেষন করিতে পারেন। এমতাবস্থায় আমি মনে করি বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীদের সাক্ষ্য সঠিক ভাবে বিচার*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে কোন ব্যাপক অসংগতি ও বিপরীত বক্তব্য নাই জন্য উহা বিশ্বাস করিয়া আসামীদের বর্নিত রুপ দন্ডাদেশ দিয়া কোন ভুল করেন নাই। এমতাবস্থায় আমি মনে করি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমান সঠিক ভাবে বিচার বিশ্লেষন করিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং আইন সংগত ভাবে আসামীদের বর্নিত দন্ডাদেশ দিয়াছেন বিধায় তর্কিত রায় এবং আদেশ হস্তক্ষেপ করার কোন কারন নাই। *উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, আপীল্যান্ট আবুল কালাম যে সকল হেতু বাদে অত্র আপীলটি আনয়নে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডাদেশ বাতিল পূর্ব খালাসের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করার কোন সুযোগ নাই বিধায়, আপীল্যান্ট আবুল কালামের আপীলটি অনমেরিট গুনাগুন বিচারে নামঞ্জুর করা হইল।* *অতএব,* *আদেশ হয় যে,* *অত্র আপীল মোকদ্দমাটি সকল রেসপনডেন্টগনের বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে নামঞ্জুর হয়। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রচারিত রায় এবং দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হইল। আপীল্যান্ট আবুল কালামের জামিন বাতিল করা হইল এবং তাহাকে অবিলম্বে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পন করার নির্দেশ দেওয়া গেল।* *নিম্ন আদালতের নথি অত্র রায়ের কপি সহ প্রেরণ করা হোক।* *আমার উক্তি মতে লেখা ও সংশোধিত।* *স্বাক্ষর/অস্পষ্ট* — *স্বাক্ষর অস্পষ্ট* *(মোঃ আবদুস সালাম)* — *(মোঃ আবদুস সালাম)* *অতিরিক্ত দায়রা জজ* — *অতিরিক্ত দায়রা জজ* *১৮/১০/২০০৩* — *১৮/১০/২০০৩* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দায়রা জজ, টাংগাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ৮৯/২০০৬-এ বিগত ইংরেজি ০৪.০৬.২০০৬ তারিখের আদেশ নং-২ নিম্নে অবিকল অনুলিখ হলঃ** **২** ***০৪.০৬.২০০৬*** *আপীল্যান্ট পক্ষের দাখিলী তামাদী মওকুফের প্রার্থনা যুক্ত*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দরখাস্ত সহ অত্র আপীল গ্রহণ প্রশ্নে শুনানীর জন্য নথী পেশ করা হইল। *দেখিলাম। ইহা একটি বন আইনের মামলা। নিম্মাদালতে জামিন পাইয়া আপীলের মেমো দাখিলকারী আসামী ভুট্টো পরবর্তীতে পলাতক হয়। একতরফা ভাবে সাক্ষী গ্রহণ পুর্বক আসামীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। তাহার দীর্ঘ ১৮৭৩ দিন তামাদির মেয়াদ অতিক্রম করিয়া অত্র ফৌজদারী আপীলটি দাখিল করিয়াছে। এই দীর্ঘ তামাদির বিষয়টির যে ব্যাখ্যা দেওয়া ইহয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ফৌজদারী আপীল স্থাপন করিতে তাহার বিলম্ব হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। এমনকি তামাদির দিনের ঘরটি ও খালি রহয়াছে। তাই আপাত দৃষ্টিতে এই দীর্ঘ তামাদির বিষয়টি স্বপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে ব্যর্থ হওয়ায় তামাদি মওকুফ করা হইল না এবং দীর্ঘ তামাদির কারণে প্রাথমিক শুনানী অন্তে আপীলটি নামঞ্জুর হইল।* *আমার জবানীতে লেখা ও সংশোধিত।* *স্বাক্ষর অস্পষ্ট* — *স্বাক্ষর অস্পষ্ট* *(মোঃ শাহ নেওয়াজ)* — *(মোঃ শাহ নেওয়াজ)* *দায়রা জজ,টাংগাইল।* — *দায়রা জজ,টাংগাইল।* প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ক্রটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলদ্বয় খারিজযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনদ্বয় খারিজ করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, টাংগাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৯৮/২০০১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৮.১০.২০০৩ তারিখের রায় ও আদেশ এবং বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত, টাংগাইল-এ ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৮৯/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০৬.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীদ্বয়কে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীদেরকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্ত আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ